থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: Rabindranath Tagore: Bharatio Nataker Path-Pradarshak
Author(s): C. Raveendran
Translation(s): Arup Sankar Misra

Yr. 1, Issue 1, 2013

Bengali New Year Edition
April-May

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতীয় নাটকের পথপ্রদর্শক

সি. রবীন্দ্রন

একদম শুরুতে একথা বলা যেতে পারে যে, ইংরাজি এবং আমার মাতৃভাষা তামিল-এ অনূদিত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রায় সবগুলিই আমি পড়েছি। সর্বোপরি, এজরা পাউন্ড-এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী New Wave Movement দ্বারা আমি বিশেষরূপে প্রভাবিত। “One and only idea has imperceptibly taken passion of all my work up to the present appearing various guises. The idea that the finite is not limited by its boundaries, that it is possible to perceive and receive depthless depth in the smallest particle.”। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সৃষ্টি দিয়ে যা বলে গেছেন তা এখনও যে কোন সমাজের যে কোন সৃষ্টিশীল ব্যক্তির কাছে প্রবাদস্বরূপ। এই বিশ্বায়ন এবং উদার পুঁজিবাদের যুগে ভারতের ন্যায় বৈচিত্র্যময় দেশে, যেখানে শিক্ষার বহুমুখীতা সাংস্কৃতিক গণ্ডি অতিক্রম করেছে, সেখানে সমস্ত শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের অবকাশ প্রয়োজন। ভারতের মত বহুভাষী ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় দেশে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির বিশাল কর্মশালা আজ আর শুধুমাত্র বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

অনেক সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, যেমন টি. এন. কুমারস্বামী, টি. এন. সেনাপতি, ভি. আর. এম. চেতিয়ার এবং আরও অনেকে; বিবিধ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, যেমন সাহিত্য অ্যাকাডেমি, সাউদার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বুক ট্রাস্ট বা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অনেক পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি অনুবাদের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। জাতীয় কবি সুব্রামানিয়া ভারতী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের তামিল অনুবাদ করেছেন। সাহিত্য এবং মঞ্চ-আলোকসজ্জার ছাত্র হিসেবে আমি বিভিন্ন বিখ্যাত পরিচালক ও নাট্যদলগুলির পরিবেশিত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অন্যান্য আরও লেখনী, যেমন Edward Thompson-এর Rabindranath Tagore : Poet and Playwright (1926), নীহাররঞ্জন রায়-এর An Artist in Life (1967), কৃষ্ণা ক্রিপালিনীর Tagore : A Life (1968), সব্যসাচী ভট্টাচার্যের Rabindranath Tagore : An Interpretation (2011) ইত্যাদি, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে

বিশেষভাবে বোধগম্য করে তুলেছে।

১৮৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'বাল্মিকী প্রতিভা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সেইসঙ্গে তিনি নাটকের সাহিত্যমূল্য ও মঞ্চায়ন-গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হন। ১৮৮৮ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে রচিত সব নাটকগুলিই 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' – এই দুই মহাকাব্যের ঘটনা- নির্ভর। সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির এবং চর্চার এক স্বতন্ত্র পরিসরের লক্ষ্যে তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন গড়ে তোলেন। শান্তিনিকেতনকে ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। বলাই বাহুল্য যে, ১৮৮৮ থেকে ১৯০১ এর মধ্যে রচিত নাটকগুলির মূল উপজীব্য ছিল 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'এর ঘটনাগুলিকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারের মাধ্যমে সংলাপ হ্রাস করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এককথায়, এখানেই তাঁর গীতিনাট্য রচনার সূত্রপাত। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে আমার প্রথম 'বিসর্জন'(১৮৯০) নাটকটির আনুবাদ, 'Sacrifice', পড়ার সুযোগ হয়েছিল। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ কালি মন্দিরের পূজারী রঘুপতির চরিত্রে অভিনয় করেন এবং নাট্য-অভিনেতা হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এরপর রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় 'ডাকঘর'(১৯১২) নাটক দিয়ে যা এখনও সর্বাধিক জনপ্রিয় রবীন্দ্রনাটক, এবং রচনার শতবর্ষ পরেও(২০১২) পৃথিবীর বিখ্যাত পরিচালকদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে চলেছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতেই নয়, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতেও রবীন্দ্রনাথ শিশুনাট্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। এবং এই নাটকটি তারই সুচনাস্বরূপ। একথা উল্লেখ্য যে, ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ করেন এবং এই সময়ই তিনি তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র জন্য সম্মানীয় নোবেল পুরস্কারের সম্ভাব্য প্রাপকদের তালিকাভুক্ত হন। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজি অনুবাদে W.B.Yeats –এর সহযোগিতার বৈধতা নিয়ে পশ্চিম দুনিয়া আলোড়িত হয়। এ ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের বিরোধ, যা বর্তমান সময়ের সাথে আপাতবিরোধী।

নব্বই-এর দশকে দিল্লীর নাট্যোৎসবে, শ্রী রাম সেন্টার ফর আর্ট অ্যান্ড কালচার–এ হনামিকা কাকশের-এর পরিচালনায় 'ডাকঘর' পরিবেশিত হয়। এই পরিবেশনাটি এখনও আমার চোখে একই রকম জীবন্ত। হনামিকা কাকশের ছিলেন দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ড্রামা-র একজন ছাত্রী। এই কোর্স শেষে তিনি রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটার-এ যান থিয়েটার আর্টস-এ স্পেশালাইজেশন নিয়ে। তাঁর পরিবেশনায় তিনি নিজেই যেন রবীন্দ্রসৃষ্ট অমল-এর জগতে প্রবেশ করেন। প্রযোজনাটির প্রত্যেকটি বিষয় মনে করা আজ আমার পক্ষে কঠিন। ডাকঘর ছিল ঔপনিবেশিকতার প্রসারের প্রতীক। রোগে শয্যাশায়ী অমল তার ঘরের জানালা দিয়ে প্রকৃতির জগতে প্রবেশ করে এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলে গ্রামের সাধারণ মানুষদের সাথে যারা নগরায়নের উত্তাপে জর্জরিত। সময়ের ঘণ্টাধ্বনি শুনে মনে হত .....। সমগ্র নাটকটি সমাজের সাপেক্ষে শয্যাশায়ী অমলের অন্তর্জগতের বিকাশ। এককথায় 'ডাকঘর' হল 'song of innocence'। এটাও উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-সার্ধশতবর্ষে নাট্যকর্মীদের মধ্যে 'ডাকঘর' মঞ্চায়নের সশ্রদ্ধ প্রয়াস চোখে পড়ার মত।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর Rabindranath Tagore : an Interpretation (2011) বইয়ে বাংলা এবং তার ইংরাজি অনুবাদে কিছু সমস্যা ও প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। 'The Monstu Machine : Free Current'- এই সাবহেডিং-এ তিনি 'মুক্তধারা' নাটকটিকে বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে নিয়েছেন যার মূল উদ্দেশ্য 'ভবিষ্যতে intellectual discourse-এর' প্রবাহ সৃষ্টি। (পৃ ১৫৫-৫৭) তিনি এই নাটকে প্রধান তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রচলিত ভাবনা থেকে সরে এসে তুলে ধরেছেন ক্ষমতার রাজনীতি ও সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্বের নগ্ন রূপটিকে। 'ভাকরা নাঙ্গাল' বা 'হীরাকুঁদ' বাঁধের নির্মান সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন। অপরপক্ষে এগুলি স্থানীয়দের শান্তিপূর্ণ বসবাস ও অর্থলিপ্সার মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। এছাড়াও চলতে থাকে বিশ্বায়নের পথ ধরে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর সভ্যতার উপজাতিগুলিকে নিশ্চিহ্নকরণের খেলা। আর অভিজিতের মতো যুবকেরা সব যুগেই এইসমস্ত নিপীড়নের শিকার মানুষের সমর্থনে আত্মাহুতি দেয়।

'মুক্তধারা' ১৯২২ সালে প্রকাশিত হলেও নাটকটি পরিবেশবিদ ও সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতিদের হয়ে বাঁধ নির্মাণ ও নদীর গতিরোধের বিষয়ে আন্দোলনকারীদের কাছে আজও পথপ্রদর্শক। বর্তমান সময়ের একটি নির্মম বাস্তব ঘটনা হল দেশের প্রধানমন্ত্রী, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ও সুপ্রীম কোর্টের বারংবার অনুরোধ উপেক্ষা করেই কর্ণাটকের সরকার ঘোষণা করেছেন যে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তামিলনাড়ুর কুরুভাই শস্যক্ষেত রক্ষার জন্য কাবেরী নদীর সামান্যতম জলও প্রদান করা হবে না। আমাদের কাছে এটা লজ্জার ব্যাপার যে 'মুক্তধারা' নাটকটি এখনও নাট্যকর্মীদের কাছে একরকম ব্রাত্যই রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ নাটক 'রক্তকরবী' (১৯২৫) আজও এমন একজন পরিচালকের অপেক্ষায় আছে যিনি রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ও নাটকের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। সর্বকালে এই নাটকের সার্বজনীনতার কথা মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করেন 'Red Oleander' নামে। প্রখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের কথায়, "১৯২৪ সালে নাটকটির সূচনা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তব্য লেখেন; সেই বক্তব্যটি কখনও বলা হয়নি, কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে এই নাটকটির মঞ্চায়ন হয়নি।" (পৃ ১৫৯)

নাটকটির কেন্দ্রে আছে রাজা এবং তার পারিষদবৃন্দ, যারা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুরতায় প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ ও তাদের শ্রম ছিনিয়ে নিত মহামূল্য যক্ষপুরী নির্মাণের উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী ছিল একাধারে অত্যাচার ও প্রতিবাদের প্রতীক। রক্তকরবী একটি প্রতীকী নাটক যা সমসাময়িক বাস্তবকে চিত্রিত করে। বিশ্বায়নের এবং মিডিয়া ও শিল্পায়নের মাধ্যমে জনমত গঠনের দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের দেশের রাজনীতি। আমাদের দেশ আজ পরিণত হয়েছে 'বাস্তুহারা'দের দেশে। আমি গর্ববোধ করি যে আমার একজন ছাত্র বিভাস বিষ্ণু চৌধুরী ২০১০ সালে নাট্য নির্দেশনার বিষয় হিসেবে ৩০ মিনিটে 'রক্তকরবী' মঞ্চায়নের সাহস দেখিয়েছিল। তার পরিবেশনায় 'যক্ষপুরী' বাংলাদেশকে ইঙ্গিত করে। এই নাটকের সমস্ত কলাকুশলীরা ছিল আমার ছাত্র, যেমন – আলোকসজ্জায় ছিল জেনেশ, সঙ্গীতে জি. গোপী ও জাস্টিন, মঞ্চসজ্জায় হরিকৃষ্ণন। এদের মিলিত প্রচেষ্টা নাটকের সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়ার একটি নিদর্শন।

একজন আলোকশিল্পী হিসেবে আমি বরাবর সেই নাটকগুলি পড়তে ভালোবাসি যেখানে আলোকসজ্জার ব্যাপ্তি রয়েছে ও যার সাথে আছে আধুনিকতার ছোঁয়া। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি সেরকম এবং বারবার পড়লেও এটা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং মনে হয়। আমার কাছে প্রতিটি টেক্সট-ই তার পরিপ্রেক্ষিতের ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথের আলোক সম্বন্ধে এক সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই

আমাকে মুগ্ধ করে। তাই 'রাজা' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে আমার মনে হয়।

'রাজা' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইংরাজিতে অনুবাদ করেন The King of the Dark Chamber (1914) নামে। 'রাজা' অবিভক্ত বাংলায় যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তখন তা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে "ranging from division to intense administration"। নাটকের গল্পটি অতি সাধারণ। রানী সুদর্শনা প্রাসাদের অন্তরমহলে সদাই রাজার সন্ধানে রত এবং রাজার সাথে কথোপকথনে সদা উৎসুক। কিন্তু তাঁর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজার দেখা পান না, শুধু তাঁর কণ্ঠ শুনতে পান মাত্র। রানীর সখীই কেবলমাত্র জানেন যে রাজার অবস্থান গহন আঁধারেই। থিম-এর দিক থেকে নাটকটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী এবং নারীবাদী নাট্য সমালোচকরা আলোচনার দিক নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হন। জাতীয় কবি সুব্রামানিয়া ভারতী 'রাজা' নাটকের ভাবটিকে সহজে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, "darkness is the minimum light"।

পরিশেষে এ কথা বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি, বিশেষত দ্বিতীয় পর্যায়ের, বর্তমান বিশ্বের রাজনীতির ইঙ্গিত বহন করে। আমরা এমন এক যুগে বাস করি যেখানে সবকিছুই রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নাটকও এক ধরণের রাজনীতি সাধারণ মানুষের তথা 'wretched of the earth'-দের উত্তরণের কথা বলে।

[অধ্যাপক সি. রবীন্দ্রন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Department of Modern Indian Languages and Literary Studies' বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ তামিলনাড়ুতে আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং ১৯৮১ সাল থেকে তামিলনাড়ু ও আরও অন্যান্য রাজ্যে বহু নাটকের আলোক-নির্দেশনা করে চলেছেন।]

Translated by: Arup Sankar Misra, PhD Research Scholar, Department of English and Other Modern European Languages, Visva-Bharati, Santiniketan.